بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৮ চৈত্র ১৪৩০
* ১১ এপ্রিল ২০২৪

বাণী

ঈদ মোবারক।

মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর অপার খুশি আর আনন্দের বারতা নিয়ে আমাদের মাঝে সমাগত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদের এই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, গ্রামগঞ্জে, সারা বাংলায়, সারা বিশ্বে। এ দিন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক কাতারে শামিল হন এবং ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেন। ঈদ সবার মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর ঐক্যের বন্ধন। ঈদুল ফিতরের শিক্ষা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ- এ প্রত্যাশা করি।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এখানে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, কূপমন্ডুকতার কোনো স্থান নেই। মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য ও পারস্পরিক সহাবস্থান এবং পরমতসহিষ্ণুতাসহ বিশ্বজনীন কল্যাণকে ইসলাম ধারণ করে। ইসলামের এই সুমহান বার্তা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্বব্যাপী নানাবিধ সংকটের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ মন্দার প্রভাব দৃশ্যমান। ফলে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক জীবনধারণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের প্রতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই ঈদের আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ পরিবার, পরিজনসহ উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদের আনন্দ উপভোগ করবেন।

ঈদ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ। মানবতার মুক্তির দিশারি হিসেবে ইসলামের মর্মার্থ ও শাশ্বত বাণী ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, বিশ্ব ভরে উঠুক শান্তি আর সৌহার্দ্যে- পবিত্র ঈদুল ফিতরে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

*চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশের জন্য।

CamScanner

প্রধানমন্ত্রী

২৮ চৈত্র ১৪৩০
১১ এপ্রিল ২০২৪
(পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে)

বাণী

মুসলিম জাহানের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমানকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। ঈদের আনন্দ আমাদের সবার।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন পরিব্যাপ্তি লাভ করুক-এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক। বিশ্বের সকল মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আজকের দিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

আসুন, সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, হানাহানি ও কুসংস্কার পরিহার করে আমরা শান্তির ধর্ম ইসলামের চেতনাকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করি।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের এই দিনে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

সেনাবাহিনী প্রধান

সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

সেনাবাহিনী প্রধানের বাণী
পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০২৪

দীর্ঘ একমাস আত্মসংযমের মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসের রোজা পালনের পর আমাদের মাঝে অনাবিল আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে পবিত্র **'ঈদ-উল-ফিতর'**। আনন্দঘন এই দিনে আমি দেশে ও বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, সকল পদবির সৈনিকবৃন্দ, অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের পরিবারবর্গকে জানাই ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা ও **'ঈদ মোবারক'**।

পবিত্র এই দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার মূল রূপকার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ শহিদ এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা এবং জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'। আমি আরও স্মরণ করছি, সেনাবাহিনীর সকল শহিদদের, যাঁরা শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধেই নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনসহ মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আজকের এই দিনে আমি সকল শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আনন্দঘন এই দিনে দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বরত, বৈদেশিক কর্তব্যে নিয়োজিত এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েনরত যে সকল সেনাসদস্য পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের ও পরিবারবর্গের জন্য রইল আমার শুভকামনা।

পবিত্র রমজানের সংযম ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য আরো সুশৃঙ্খল, সুসংহত, সুদক্ষ ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে-সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এ প্রার্থনাই করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। **আমিন**।

এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

CamScanner